রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৬ সনের ১০ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ১০, ২০১৬

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৬৫—১৯২
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২১৯—২২৯
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩০৭—৩৩৬
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	১৫
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২২ বঙ্গাব্দ/২৯ নভেম্বর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৭.১৪.৫১৩—যেহেতু জনাব তারিকুল আলম (পরিচিতি নং-১৬১৭৮), সিনিয়র সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল গত ২৮-০৩-২০১২ তারিখ থেকে ০৩-১১-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সহকারী কমিশনার (ভূমি), মতিঝিল রাজস্ব সার্কেল, ঢাকা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। উক্ত কর্মকালে তাঁর বিরুদ্ধে জনৈক হাফিজ উদ্দিন শেখ, মেরাজনগর, কদমতলী, ঢাকা কর্তৃক দাপ্তরিক বিধি-বিধান/আইন লঙ্ঘন করে অনৈতিকভাবে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ এবং প্রভাবিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ ঢাকাস্থ কদমতলী মৌজার আর.এস ৫৫১ নং খতিয়ানভুক্ত ৩৩৫৮ দাগের জমি ৭২৭৬/১২ ও ৭২৭৭/১২ নং নামজারি কেসে প্রথমে "না-মঞ্জুর" করলেও পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ১৫৫০/১৩ ও ১৫৫১/১৩ নং নামজারি কেসে প্রথমে "না-মঞ্জুর" করে পরবর্তীতে "না" কেটে "মঞ্জুর" করা, ২০১২ ও ২০১৩ সনের নামজারি রেজিস্টারে অসংখ্য নামজারি কেসে প্রথমে "না-মঞ্জুর" করে পরবর্তীতে "না" কেটে "মঞ্জুর" করা, শুনানি গ্রহণ ব্যতিরেকে ও কাগজপত্র পর্যালোচনা না করে প্রচলিত বিধি-বিধান লঙ্ঘন করে নামজারি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা ইত্যাদি অভিযোগ আনয়ন করা হয়;

যেহেতু, উক্ত অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শাতে বলা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ১১-১২-২০১৪ তারিখ লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২০-০১-২০১৫ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনা করে বিষয়টি তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় জনাব সোলতান আহমদ (৪৫০৭), যুগ্মসচিব (তদন্ত-২), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন. উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ০৫-১১-২০১৫ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে চূড়ান্ত মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, দাখিলকৃত কাজগপত্র, তথ্য-প্রমাণ এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct) এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় নি;

সেহেতু, সার্বিক বিবেচনায় জনাব তারিকুল আলম (১৬১৭৮)-কে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৪.১৫.৫১৮—যেহেতু জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (পরিচিতি নং-১৬২১৩), বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট ও প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), চিরিরবন্দর, দিনাজপুর গত ১০-১১-২০১৩ তারিখ থেকে ১১-৭-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত সহকারী কমিশনার (ভূমি), চিরিরবন্দর, দিনাজপুর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। উক্ত কর্মকালে তাঁর বিরুদ্ধে জনৈক মোঃ এনামুল হক ও তার স্ত্রী খুরশিদা বেগম এর মালিকানাধীন চিরিরবন্দর থানার জে.এল নং-৬১, খতিয়ান নং-১৮৫৯, দাগ নং-৪৯৪ এর ৫০ শতক জমি যথাযথভাবে নোটিশ জারি নিশ্চিত না হয়ে নামজারি কেস নং IX-I/৩৩৭/১৪-১৫ মূলে ২৭৫৩ নং খতিয়ানের মাধ্যমে চিরিরবন্দর মৌজার আমেনা বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির নামে নামজারি করা, ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তার সাথে পারস্পারিক যোগসাজশে অভিযোগকারীকে নোটিশ জারি ছাড়াই নামজারি সম্পন্ন, যথাযথভাবে নামজারি মোকদ্দমা মঞ্জুর না করে জমির মালিকের ভোগান্তি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রশাসনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন তথা দায়িত্ব ও কর্তব্যে চরম অবহেলা প্রদর্শন ইত্যাদি অভিযোগ আনয়ন করা হয়;

যেহেতু, উক্ত অপরাধে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শাতে বলা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২৭-১০-২০১৫ তারিখ লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৫-১১-২০১৫ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ" (Misconduct)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় নি;

সেহেতু, সার্বিক বিবেচনায় জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (১৬২১৩)-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে উক্ত বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার বিধি ৭(২)(এ) মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪২২ বঙ্গাব্দ/৩০ নভেম্বর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০১৪.১৪.৫১৯—যেহেতু জনাব আব্দুল মান্নান (পরিচিতি নং-১৬১০৯), গত ৩১-১০-২০১২ হতে ১১-০৫-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সহকারী কমিশনার (ভূমি), খালিয়াজুরী, নেত্রকোনা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। উক্ত কর্মকালে জনাব গোলাম কিবরিয়া জব্বার, পিতা-মরহুম আব্দুল জব্বার, উপজেলা-খালিয়াজুরী, জেলা-নেত্রকোণা কর্তৃক তার বিরুদ্ধে খালিয়াজুরী উপজেলাধীন ২০.০০ একর পর্যন্ত সায়রাত রেজিস্টারভুক্ত বদ্ধ জলমহালসমূহ নীতিমালা উপেক্ষা করে ব্যক্তি স্বার্থে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে জলমহাল খাস আদায় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি আহবান, খালিয়াজুরী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের পূর্বে ঘোড়া মার্কা প্রতীকের প্রার্থীকে ভোট প্রদানের জন্য কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহলের সাথে যোগসাজস, খালিয়াজুরী উপজেলাধীন সায়রাত রেজিস্টার বহির্ভূত নৌ চলাচলের রাস্তা, পানি নিষ্কাসনের খাল এবং জনসাধারণের ব্যবহার্য খাল, বিল ও ডোবা-নালাকে নীতিমালা বহির্ভুতভাবে বাংলা ১৪২১ সনের জন্য ০১ (এক) বছর মেয়াদে একসনা বন্দোবস্তের জন্য বিজ্ঞপ্তি আহবান, খালিয়াজুরী উপজেলাধীন ২০.০০ (বিশ) একর পর্যন্ত সায়রাত রেজিস্টারভুক্ত ৭টি ও রেজিস্টার বহির্ভূত ২৭টি সর্বমোট ৩৪টি জলমহাল উপজেলা জলমহাল খাস আদায় কমিটির সভা আহবান না করে নিজেই সভা দেখিয়ে বিধি বহির্ভূতভাবে খাস আদায়ের আদেশ দান ও আদায়কৃত সাকুল্য টাকা সরকারের যথাযথ খাতে জমা প্রদান না করা, ২০ একর পর্যন্ত সায়রাত রেজিস্টার বহির্ভূত এবং অনুমোদনবিহীন কৃষ্ণপুর ইউনিয়নের নাজিরপুর, মুরাদপুর মৌজার কুখরার খাল জলমহাল বাংলা ১৪২০ সনের জন্য খাস কালেকশন করে আদায়কৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করে সাকুল্য টাকা আত্মসাৎ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, খালিয়াজুরীর অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকাকালীন তার বাসভবনে ভাঙচুর করে নৈতিকতা ও প্রশাসনের রীতিনীতি বহির্ভূত কাজ করা, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য এবং নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যে চরম অবহেলা প্রদর্শন ইত্যাদি অভিযোগ আনয়ন করা হয়;

যেহেতু, উক্ত অপরাধে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) এবং ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং "দুর্নীতিপরায়ণ (Corrupt)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক শৃঙ্খলা-২ শাখার গত ০২-০৩-২০১৫ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০১৪.১৪.১১৯ নং স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শাতে বলা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ১৯-০৩-২০১৫ তারিখ লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৫-০৫-২০১৫ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনা করে বিষয়টি তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় জনাব এ.এস.এম. মুস্তাফিজুর রহমান (পরিচিতি নং-৬৮৬২), উপসচিব (বিধি-১), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ১৮-১০-২০১৫ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং "দুর্নীতিপরায়ণ (Corrupt)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে চূড়ান্ত মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাজগপত্র, তথ্য-প্রমাণ তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় জনাব আব্দুল মান্নান (১৬১০৯) এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক

"অসদাচরণ" (Misconduct)" এবং "দুর্নীতিপরায়ণ (Corrupt)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব আব্দুল মান্নান (১৬১০৯), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), খালিয়াজুরী, নেত্রকোনা ও বর্তমানে সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৩(বি) এবং ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং "দুর্নীতিপরায়ণ (Corrupt)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(ই) মোতাবেক তাকে আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী দুই বছরের জন্য "টাইম স্কেলের নিম্নধাপে অবনমিতকরণ (Reduction to a lower stage in the time-scale)" লঘুদণ্ড (তার বর্তমান বেতন স্কেল ১১০০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০×১১-২০৩৭০ টাকা এর সর্বনিম্ন ধাপে ১১০০০টাকায় নির্ধারণ) প্রদান করা হল। ভবিষ্যতে বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি কোন বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না। উল্লেখ্য, অন্য কোন বিভাগীয় মামলায় দণ্ড প্রাপ্ত হলে উক্ত দণ্ড শেষ হবার পর এ বিভাগীয় মামলার দণ্ড কার্যকর হবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

নবনিয়োগ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪২২বঙ্গাব্দ/৩০ নভেম্বর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৪৭.৩৩.০১০.১৩-২৭৪—বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ৩৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষা, ২০১২ এর ফলাফলের ভিত্তিতে বিপিএসসি-এর ১৭-১২-২০১৩ তারিখের ৮০.২০০.০৬৪.০০.০০.০০৮.২০১৩/৩১৩ নং পত্রের সুপারিশক্রমে এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১০-৭-২০১৪ খ্রি. তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৪৭.৩৩.০১০.১৩-৯০ নং প্রজ্ঞাপনমূলে বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারে সহকারী কমিশনার হিসেবে জনাব এ,টি,এম আরিফ (রেজিঃ নম্বর ০৭৯০৫৫)-কে নিয়োগ প্রদান করা হয়। খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতামত অনুযায়ী জনাব এ.টি.এম. আরিফ কর্তৃক দাখিলকৃত অবতীর্ণ সনদের সাথে পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ সঠিক না হওয়ায় মিথ্যা তথ্য প্রদানের কারণে এবং বিজ্ঞাপনের ১ (গ) শর্তানুযায়ী অবতীর্ণ প্রার্থী হিসেবে তিনি গণ্য না হওয়ায় বি.সি.এস. (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-১৯৮২ এর বিধি-১৫ এর বিধান অনুযায়ী তার চাকরির সুপারিশ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন বাতিল করেছে।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক নিয়োগ সংক্রান্ত সুপারিশ বাতিল হওয়ায় সংশ্লিষ্ট নিয়োগ প্রজ্ঞাপনের ১(গ) এর শর্তানুযায়ী জনাব এ.টি.এম. আরিফ-কে চাকরি হতে অপসারণ করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড.কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

বিদেশ প্রশিক্ষণ গবেষণা ইউনিট

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ অগ্রহায়ণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ/৬ ডিসেম্বর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

সরকারি/আধাসরকারি/বিধিবদ্ধ/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারীদের জন্য দেশের অভ্যন্তরে উচ্চশিক্ষা বিষয়ক নীতিমালা

নং ০৫.০০.০০০০.২১১.২২.১০৬.২০০৮.৩৩৯—প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত সরকারি/আধাসরকারি/বিধিবদ্ধ/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে তাদের কর্মজীবন পরিকল্পনার (Career Planning) অংশ হিসেবে উচ্চশিক্ষাকে সরকার গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। উচ্চশিক্ষার অনুমোদন কার্যক্রমকে সহজীকরণের জন্য একটি সমন্বিত নীতিমালার প্রয়োজন রয়েছে। এ বিবেচনায় প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কর্মচারীদের দেশের অভ্যন্তরে উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত এ নীতিমালা জারি করা হলো :

২। **নীতিমালার উদ্দেশ্যঃ**

(ক) কর্মচারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি;

(খ) কর্মচারীদের আবেদন বিবেচনার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষাকে উৎসাহিতকরণ;

(গ) জনবান্ধব নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পেশাদারি মনোভাবের বিকাশ সাধন।

৩। **নীতিমালার আওতাঃ**

সরকারি/আধাসরকারি/বিধিবদ্ধ/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারীদের দেশের অভ্যন্তরে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

৪। **উচ্চশিক্ষাঃ**

পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য কর্মচারীর Service path অথবা তার Academic Background সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা, মাস্টার্স/এম.এস./এম.ফিল., পিএইচ.ডি. এবং পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ উচ্চশিক্ষা হিসেবে গণ্য হবে।

৫। **প্রেষণঃ**

(ক) পূর্ণবৃত্তিতে সম্পাদনযোগ্য উচ্চশিক্ষা কোর্সের সম্পূর্ণ মেয়াদের জন্য কোন কর্মচারীকে স্বাভাবিক নিয়মে প্রেষণ মঞ্জুর করা যাবে। দেশে পাবলিক/প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রাপ্ত ফেলোশিপকে পূর্ণবৃত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত কোন প্রকল্প হতে অথবা উচ্চশিক্ষার জন্য দেশী/বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত দাতাসংস্থা/সরকার অনুমোদিত ফাউন্ডেশন হতে প্রাপ্ত বৃত্তিও পূর্ণবৃত্তি হিসেবে গণ্য হবে। তবে ব্যক্তি মালিকানাধীন কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ বৃত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হবে না।

(খ) কোন কর্মচারী সমগ্র চাকরি জীবনে উচ্চশিক্ষার জন্য সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) বছর (দেশে বা বিদেশে) প্রেষণ গ্রহণের সুযোগ পাবেন। কোর্সের প্রয়োজন অনুযায়ী একাদিক্রমে (in continuation) সর্বোচ্চ ০৪ (চার) বছর এবং পরবর্তীতে ০১ (এক) বছর পর্যন্ত মেয়াদ বর্ধিত করে এ জাতীয় প্রেষণ প্রদান করা যাবে। প্রেষণ প্রাপ্তির জন্য কর্মচারীর চাকরিকাল ০২ বছর হতে হবে এবং চাকরি স্থায়ীকরণের শর্তাদি পূরণ হতে হবে।

(গ) কোন কর্মচারী শিক্ষাছুটি অথবা শিক্ষাছুটির ধারাবাহিকতায় অসাধারণ ছুটির অধীনে উচ্চশিক্ষা আরম্ভ করলেও পরবর্তীতে কোন বৃত্তিপ্রাপ্ত হলে

শিক্ষাছুটি/অসাধারণ ছুটির অবশিষ্ট অংশের জন্য অথবা কোর্স চলাকালীন পরবর্তী কোনো সময়ে কোর্স শুরুর তারিখ হতে পূর্ণবৃত্তি প্রদান করা হলে ভূতাপেক্ষভাবে কোর্স শুরুর তারিখ হতে প্রেষণ মঞ্জুর করা যাবে।

(ঘ) কোন কর্মচারীকে প্রেষণ বা শিক্ষাছুটিতে শুধু একটি মাস্টার্স কোর্সের অনুমোদন দেয়া যাবে।

(ঙ) কোন কর্মচারীর পিএইচ.ডি. ডিগ্রী থাকলে দেশের অভ্যন্তরে আর কোন পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য আবেদন বিবেচনা করা হবে না।

(চ) চাকরিতে যোগদানের পূর্বে কোন কর্মচারী উচ্চশিক্ষারত থাকলে তাকে যোগদানের সময় প্রলম্বিত করে এবং অসাধারণ ছুটি প্রদান করে উচ্চশিক্ষা চলমান রাখার অনুমতি দেয়া যাবে।

৬। **শিক্ষাছুটিঃ**

প্রচলিত বিধান অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষাছুটি সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর পর্যন্ত মঞ্জুর করা যাবে। এ ছুটি প্রেষণের সাথেও যে কোন মেয়াদে দেয়া যাবে। প্রেষণ শেষ হওয়ার পরেও প্রয়োজন হলে প্রেষণের সাথে সংযুক্ত করে শিক্ষাছুটি মঞ্জুর করা যাবে।

৭। **কর্মকালীন উচ্চশিক্ষাঃ**

দেশের অভ্যন্তরে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা কর্মকালীন উচ্চশিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এ ক্ষেত্রে চাকরিতে প্রবেশের পর প্রেষণে/শিক্ষাছুটিতে বা কর্মকালীন কোন কর্মচারীর একটি মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য অনুমোদন দেয়া যাবে। তবে অতিরিক্তভাবে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত Professional কোর্স/ডিগ্রির (এল.এল.বি/সি.এ. ইত্যাদি) অনুমোদন দেয়া যাবে।

৮। **দূরশিক্ষণঃ**

দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে (Distance Learning) উচ্চশিক্ষা গ্রহণ সাধারণতঃ নিরুৎসাহিত করা হবে। তবে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন-উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের আবেদন বিবেচনা করা যাবে।

৯। **কর্মচারীর বয়সঃ**

অনুচ্ছেদ ৫ এর আওতায় আবেদন বিবেচনার ক্ষেত্রে কর্মচারীর কোর্স সমাপ্তির শেষ তারিখ হতে পি.আর.এল-এ গমনের তারিখ পর্যন্ত কমপক্ষে ৩ বছর সময় থাকতে হবে।

১০। **অনুমোদন প্রক্রিয়াঃ**

(ক) নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট-ক) প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করতে হবে।

(খ) প্রেষণ/শিক্ষা/অসাধারণ ছুটিতে সম্পাদনযোগ্য ও কর্মকালীন উচ্চশিক্ষার অনুমোদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রদান করবে। যে সব প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আবেদন করার জন্য কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হয় সেসব ক্ষেত্রে আগ্রহী কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণকারী কর্মচারী পূর্বানুমতি প্রদান করবেন।

১১। **বিবিধঃ**

(ক) সাধারণভাবে কোর্সে যোগদানের ১০ (দশ) কার্যদিবস পূর্ব হতে এবং কোর্স সমাপ্তির পর ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবস পর্যন্ত কর্মচারীর শিক্ষাছুটির মেয়াদে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বর্ধিত মেয়াদসহ) অথবা প্রেষণ আদেশপ্রাপ্ত কর্মচারী তার প্রেষণ মেয়াদে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (Officer on Special Duty) হিসেবে তার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ বা তাদের নির্দেশিত কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকবেন।

(খ) উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত অবস্থায় অধ্যয়নসংশ্লিষ্ট কাজে বিদেশ গমনের প্রয়োজন হলে প্রচলিত নিয়মে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রয়োজনীয় পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে।

(গ) কোন ভিন্নরূপ আদেশ বা বিশেষ কোন কারণ ছাড়া উচ্চশিক্ষা সমাপ্তির সকল ক্ষেত্রে কর্মচারীর প্রাপ্ত সনদ তার প্রত্যাবর্তনের ০১ (এক) বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগে দাখিল করতে হবে।

(ঘ) পিএইচ.ডি. ডিগ্রির ক্ষেত্রে কোর্সের সমাপ্তিতে নামের সাথে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির স্বীকৃতি স্বরূপ উপাধি ব্যবহারের ক্ষেত্রে গবেষণা অভিসন্দর্ভের (Thesis/ Dissertation) একটি কপি, সনদপত্র ও ডিগ্রি অর্জনের পূর্বানুমতিপত্র সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগে অনুমতির জন্য দাখিল করতে হবে। মন্ত্রণালয় বা বিভাগ পিএইচ.ডি. ডিগ্রিধারীকে নামের পূর্বে তা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করবে।

(ঙ) সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে বা তাদের ব্যবস্থাপনায় কোন কোর্সের একটি অংশ যদি বাংলাদেশে এবং বাকি অংশ বিদেশে কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে সমাপনযোগ্য হয়, সে ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুযায়ী প্রেষণ/শিক্ষাছুটি/অসাদারণ ছুটি মঞ্জুর করা যাবে।

(চ) উচ্চশিক্ষা সমাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পঠিত বিষয় এবং অর্জিত জ্ঞানের উপযুক্ত প্রায়োগিক ক্ষেত্রে পদায়ন বিষয়ে স্ব-স্ব কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ছ) কর্মকালীন শিক্ষা ব্যতীত কোন কর্মচারী প্রেষণ/শিক্ষাছুটি ভোগ করে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পর কমপক্ষে ০২ (দুই) বছর চাকরি না করে পদত্যাগ করলে তিনি কোর্সে অধ্যয়ন/গবেষণারত থাকাকালে যে পরিমাণ বেতন-ভাতা প্রাপ্ত হয়েছেন তা সরকারকে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন। অন্যথায় তা সরকারি দাবি হিসেবে তার নিকট হতে আদায়যোগ্য হবে।

(জ) প্রেষণ/শিক্ষাছুটি/অসাধারণ ছুটি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে ধারাবাহিকভাবে প্রদান করা যাবে। এ ক্ষেত্রে কোন কর্মচারী প্রশিক্ষণ বা উচ্চশিক্ষার জন্য একসাথে ৫ (পাঁচ) বছরের বেশি প্রেষণ/শিক্ষাছুটি/অসাধারণ ছুটি অথবা ছুটি ছাড়া তার নিজ পদ হতে যদি অনুপস্থিত থাকেন তবে তার ক্ষেত্রে বি.এস.আর.৩৪ এর বিধান প্রযোজ্য হবে।

(ঝ) দেশের অভ্যন্তরে উচ্চশিক্ষা বিষয়ে ইতঃপূর্বে জারিকৃত কোন আদেশ, পরিপত্র/নীতিমালার কোন অংশ এই নীতিমালার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে এই নীতিমালা প্রাধান্য পাবে এবং এই নীতিমালা প্রয়োগে কোন জটিলতা দেখা দিলে অথবা অস্পষ্টতা থাকলে সে বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড.কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

[অনুচ্ছেদ-১০ (ক) দ্রষ্টব্য]

পরিশিষ্ট-ক

আবেদনের ছক

বরাবর

সিনিয়র সচিব/সচিব

.....মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

মাধ্যম: যথাযথ কর্তৃপক্ষ

বিষয়:..... কোর্সে ভর্তি/অধ্যয়নের অনুমতি প্রদানের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

নিবেদন এই যে, আমি..... কোর্সে ভর্তি/অধ্যয়নের অনুমতি প্রদানের জন্য আবেদন করছি। নিম্নের ছকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি পেশ করলাম :

০১।	আবেদনকারীর নাম, পরিচিতি নম্বর, পদবি ও কর্মস্থল	:	
০২।	জন্ম তারিখ	:	
০৩।	চাকরিতে যোগদানের তারিখ	:	
০৪।	ক্যাডার ও ব্যাচ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:	
০৫।	চাকরি স্থায়ীকরণের তারিখ	:	
০৬।	ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	:	
০৭।	কোর্সের বিষয়	:	
০৮।	যে সেশন/শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হতে ইচ্ছুক	:	
০৯।	শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ	:	
১০।	কোর্সের মেয়াদ ও ধরণ (পূর্ণকালীন/খণ্ডকালীন)	:	
১১।	ছুটির বিবরণ (প্রেষণ/শিক্ষাছুটির মেয়াদ)	:	
১২।	উচ্চশিক্ষার খরচ বাবদ টাকার উৎস	:	
১৩।	বৃত্তিপ্রাপ্ত হলে বৃত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও মাসিক বৃত্তির পরিমাণ (প্রত্যয়নপত্র/অফার লেটার সংযুক্ত করতে হবে)।	:	
১৪।	পূর্বের শিক্ষাছুটি/প্রেষণের বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:	
১৫।	আবেদিত কোর্সের সপক্ষে যৌক্তিকতা (প্রস্তাবিত কোর্স কর্মজীবনে কীভাবে কাজে লাগবে তার যৌক্তিকতা ও বিবরণ)	:	
১৬।	অন্য কোন বক্তব্য (যদি থাকে)	:	

উল্লিখিত কোর্সে আমাকে ভর্তি/অধ্যয়নের অনুমতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি।

আপনার অনুগত,

তারিখ: আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ই-মেইল:

সেলফোন নম্বর:

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-২ (কর)

আদেশ

তারিখ, ০৮ অগ্রহায়ণ১৪২২/২২ নভেম্বর ২০১৫

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৭.২৮.০৬৩.০৯(অংশ-২).৬৭৬—আদিষ্ট হয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জন্য এ বিভাগের ০৭-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখের ০৮.০৩২.০২৮.০০.০০.০৬৩.২০০৯(অংশ-২)-৪১৯ নম্বর আদেশের মাধ্যমে অস্থায়ীভাবে সৃজিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর অনুবিভাগের অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনারের ৬৭টি ও কর পরিদর্শকের ৪৫৪টি পদসহ ২য় শ্রেণির মোট (৬৭+৪৫৪)=৫২১টি পদ ০৭-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে নিম্নোক্ত শর্তে স্থায়ীকরণে সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(২য় শ্রেণী নন-ক্যাডার)

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বেতন স্কেল (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী)
(১)	অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার	৬৭টি	৮০০০-১৬৫৪০ (১০ নং স্কেল)
(২)	কর পরিদর্শক	৪৫৪টি	৮০০০-১৬৫৪০ (১০ নং স্কেল)

২। **শর্ত:** সংশ্লিষ্ট অফিসের বিদ্যমান টিওএন্ডই-তে উল্লিখিত নন-ক্যাডার অস্থায়ী পদগুলো স্থায়ী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে টিওএন্ডই আপডেট করতে হবে এবং হালনাগাদ টিওএন্ডই এর কপি অর্থ বিভাগে প্রেরণের নিমিত্ত এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

৩। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের সম্মতি এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে এ আদেশ জারি করা হলো।

মোঃ জিল্লুর রহমান
উপসচিব।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্থা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৬ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ১৬.০০.০০০০.০০৪.০৩.৪৯.১৩-৫৪৫—১৯৮৩ সালের হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট অধ্যাদেশ (অধ্যাদেশ নং-৬৮)-এর ৫নং ধারা অনুযায়ী সরকার নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বোর্ড অব ট্রাস্টি পুনর্গঠন করলেন :

(ক) মাননীয় মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় — চেয়ারম্যান

(খ) বিচারপতি গৌর গোপাল সাহা — ভাইস-চেয়ারম্যান
সাবেক চেয়ারম্যান,
প্রশাসনিক আপীল
ট্রাইব্যুনাল।

(গ) **ট্রাস্টি**

(১) জনাব গনেশ চন্দ্র ঘোষ, পাবনা।

(২) জনাব মানিকলাল সমাদ্দার, সাবেক সচিব, বাড়ী-৭, ব্লক-জে, রোড-২৭, বনানী, ঢাকা।

(৩) জনাব এস-সি খান, সাবেক যুগ্ম সচিব।

(৪) জনাব নিরঞ্জন অধিকারী, অধ্যাপক, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

(৫) ডঃ প্রতিমা পাল মজুমদার, সমাজকর্মী ও রিসার্স ফেলো।

(৬) জনাব সুরজিৎ নারায়ন ত্রিপুরা, সভাপতি, ISKCON, খাগড়াছড়ি।

(৭) বেগম আশালতা বৈদ্য, গোপালগঞ্জ।

(৮) জনাব তপন কুমার সেন, রাজশাহী।

(৯) এডভোকেট নিভা রাণী বিশ্বাস, মুন্সীগঞ্জ।

(১০) জনাব স্বপন কুমার রায়, পাবনা-সিরাজগঞ্জ।

(১১) জনাব রিপন রায় লিপু, গোপাল ভবন, ৩২ নূতন পল্লী, কিশোরগঞ্জ।

(১২) জনাব জিতেন্দ্র প্রসাদ নাথ (মন্টু), চট্টগ্রাম।

(১৩) জনাব শ্রী চন্দন রায়, সিলেট (সিলেট বিভাগ)।

(১৪) অধ্যাপক নিমাই চন্দ্র রায়, খুলনা।

(১৫) জনাব উজ্জ্বল প্রসাদ কানু, বগুড়া।

(১৬) জনাব সুভাষ চন্দ্র শাহা, টাংগাইল।

(১৭) এডভোকেট রথীশ চন্দ্র ভৌমিক (বাবু সোনা), রংপুর।

(১৮) জনাব নির্মল পাল, কুমিল্লা।

(১৯) জনাব বিপুল বিহারী হালদার, পিরোজপুর।

(২০) জনাব রাখাল দাস গুপ্ত, চট্টগ্রাম।

২। বোর্ড অব ট্রাস্টির মেয়াদকাল ১৩-০৬-২০১৩ তারিখ হতে ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৩। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে সরকার যে কোন ট্রাস্টির নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন। অনুরূপভাবে কোন ট্রাস্টি ইচ্ছা করলে বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করতে পারবেন।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আহছান কবীর
সহকারী সচিব (সংস্থা)।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ নভেম্বর ২০১৫

নং এসএস(এ)-বিঃমাঃ/০২/২০১৪—যেহেতু, জনাব দীন মুহাম্মদ ইমাদুল হক, সিনিয়র সহকারী সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ক্যাডার পরিচিতি নং ০২০৭)-এর বিরুদ্ধে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চালুকৃত বিভাগীয় মামলা (নং এসএস(এ)-বিঃমাঃ/০২/ ২০১৪)-এ গত ০৬-০২-২০১৪ তারিখে জারীকৃত অভিযোগনামায় তাঁর বিরুদ্ধে ০৩ টি অভিযোগ উত্থাপিত হয়, অতঃপর গত ০৪-০৩-২০১৪ তারিখে তাঁর দেয়া প্রথম কারণ-দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব, পরবর্তীতে গত ২৫-০৩-২০১৪ তারিখে তাঁর দেয়া ব্যক্তিগত শুনানী এবং গত ১৭-০৯-২০১৪ তারিখে দাখিলকৃত পূর্ণাংগ তদন্ত প্রতিবেদন বিবেচনান্তে কর্তৃপক্ষের নিকটে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগনামায় উল্লিখিত ১নং অভিযোগ (জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ কন্সুলেট জেনারেলে অবস্থান করে কন্সুলার কর্মে সহায়তা প্রদানকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তা দপ্তরে বসে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান করেন এবং সরকারের সমালোচনা করেন) এবং ৩নং অভিযোগ (তাঁর অনাকাংক্ষিত বক্তব্যে কমিউনিটিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং কন্সুলেটের সেবা প্রদানসহ অন্যান্য কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে এবং সরকার বিরোধী ও রাজনৈতিক কার্যক্রম প্রদানের ফলে মন্ত্রণালয়ে তথা সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে) প্রমাণিত হয়েছে, তবে আনীত ২নং অভিযোগ (১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখ দুপুর ১২ টায় বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনা ও আপত্তিকর মন্তব্য করা এবং যার দরুন জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ কন্সুলেটে উপস্থিত বাংলাদেশী প্রবাসীগণ জনাব ইমাদুলকে আক্রমণ করতে উদ্যত হওয়া এবং কন্সুলেটে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা) আংশিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে তিনি অনাকাংক্ষিত বা বেফাঁস কথাবার্তা বলে নিজেকে প্রবাসীদের সামনে বিতর্কিত করেছেন মর্মে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রমাণিত হয়; এবং

যেহেতু, তাঁর এরূপ অসচেতন আচরণের কারণে কন্সুলেটের সেবাপ্রদান কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে, বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছে এবং সর্বোপরি সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, জনাব দীন মুহাম্মদ ইমাদুল হক-কে সরকারি কর্মচারীর জন্য অশোভনীয় আচরণ তথা অসদাচরণের অপরাধে "গণকর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫"-এর ৪(২)(এ) বিধির আওতায় লঘু দণ্ড হিসেবে তিরস্কার দণ্ড আরোপ করা হল। এছাড়া পরবর্তী ১ (এক) বছর সময়কালে তাঁর পদোন্নতি এবং বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে পদায়ন স্থগিত থাকবে। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হবে।

মোঃ শহীদুল হক
পররাষ্ট্র সচিব।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা বিভাগ
প্রশাসন শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ অগ্রহায়ণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ/৭ ডিসেম্বর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ২০.০০.০০০০.৩০৩.৩২.২১২.১২-৭১৪—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ ডাকুয়া, গবেষণা কর্মকর্তা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধির অধীন অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা (০১/২০১৩) রুজু করা হয়;

২। যেহেতু, উক্ত বিধিমালার বিধান অনুযায়ী যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে গবেষণা কর্মকর্তা, জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ ডাকুয়া-কে ০২-১০-২০১৪ তারিখের ২০.০০.০০০০.৩০৩.৩২.২১২.১২-৬০৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মূলে চাকরি হতে বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory Retirement) প্রদান করে গুরুদণ্ড আরোপ করা হয়;

৩। যেহেতু, গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ ডাকুয়া উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বরাবর আপীল আবেদন করেন এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি তার আপীল আবেদন বিবেচনাপূর্বক প্রদত্ত বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের দণ্ড হ্রাস করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(এ) বিধি অনুযায়ী তাকে ৩ (তিন) বৎসরের জন্য নিম্ন গ্রেডে অবনমিতকরণ গুরুদণ্ড আরোপ করেন;

৪। সেহেতু, মহামান্য রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত মোতাবেক গবেষণা কর্মকর্তা, জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ ডাকুয়া-কে চাকরি হতে বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory Retirement) প্রদানের প্রদত্ত গুরুদণ্ড আরোপের আদেশ হ্রাস করা হল এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) নং বিধির অধীনে অসদাচরণের অভিযোগে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আরোপিত নিম্নোক্ত গুরুদণ্ড প্রদানপূর্বক ১৫-১০-২০১৫ তারিখ হতে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হল :

(ক) সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(এ) বিধি অনুযায়ী তাকে ১৫-১০-২০১৫ হতে ১৪-১০-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ৩ (তিন) বৎসরের জন্য বর্তমান গ্রেড (১৫০০০-২৬২০০, ৭ম গ্রেড) হতে নিম্নগ্রেডে (১২০০০-২১৬০০, ৮ম গ্রেড) অবনমিতকরণ করা হল। তবে, উক্ত ৩ (তিন) বৎসর সময়ের জন্য কোন রকম আর্থিক সুবিধা তিনি মেয়াদ পরবর্তীতে প্রাপ্য হবেন না।

(খ) নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি ৯(৩)(৩) অনুযায়ী ০২-১০-২০১৪ হতে ১৫-১০-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসাবে গণ্য করে তার চাকরি নিয়মিত করা হবে।

৫। এ আদেশ ১৫-১০-২০১৫ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ সফিকুল আজম
সচিব।

পরিকল্পনা কমিশন
কার্যক্রম বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ৩০ নভেম্বর ২০১৫

নং ২০.০৬.০০০০.৬০৫.০২.১০৩.২০১৫/৩৩৮—উন্নয়ন প্রকল্পের প্রাক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন, পরিবেশ সমীক্ষাসহ প্রকল্প দলিল প্রস্তুতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে 'প্রকল্প প্রণয়ন সহায়তা' ফান্ড গঠন এবং এর ব্যবহারের কর্মপন্থা (Modality) সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নের জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণের সমন্বয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হলো :

আহ্বায়ক

(১) প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

সদস্যবৃন্দ

(২) প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ

(৩) প্রতিনিধি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

(৪) প্রতিনিধি, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

(৫) প্রতিনিধি, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

(৬) প্রতিনিধি, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

(৭) প্রতিনিধি,আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

(৮) প্রতিনিধি, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

(৯) প্রতিনিধি, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

(১০) যুগ্ম-প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ

সদস্য-সচিব

(১১) উপ-প্রধান (কৃষি ও সমন্বয়), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

২। কমিটির সদস্যগণ ন্যূনতম যুগ্ম-সচিব/যুগ্ম-প্রধান পদমর্যাদার হবেন।

৩। কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৪। **কমিটির কার্যপরিধি :**

(ক) উন্নয়ন প্রকল্পের প্রাক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন, পরিবেশ সমীক্ষাসহ প্রকল্প দলিল প্রস্তুতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে 'প্রকল্প প্রণয়ন সহায়তা' ফান্ড গঠন এবং এর ব্যবহারের কর্মপন্থা (Modality) সংক্রান্ত খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন; এবং

(খ) এ সংক্রান্ত সুপারিশসমূহ সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করা।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবিনা রওশন
সহকারী প্রধান।

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিদ্যুৎ বিভাগ।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫

নং ২৭.০০.০০০০.০৭১.১৪.০২৩.২০০৯(অংশ).১০৭০—বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ফার্নেস অয়েল আমদানির ক্ষেত্রে প্রদেয় সার্ভিস চার্জ রিভিউ করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নিম্নরূপে একটি কমিটি গঠন করা হলো :

আহ্বায়ক

(১) অতিরিক্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

(২) প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ (যুগ্মসচিব এর নিম্নে নহে)

(৩) প্রতিনিধি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (যুগ্মসচিব এর নিম্নে নহে)

(৪) প্রতিনিধি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহে)

(৫) পরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)

(৬) প্রধান প্রকৌশলী (উৎপাদন), বিউবো, ঢাকা

(৭) মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল, ঢাকা

সদস্য-সচিব

(৮) পরিচালক (আইপিপি সেল-৩), বিউবো, ঢাকা

কমিটির কর্মপরিধি :

(ক) কমিটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য বেসরকারি পর্যায়ে আমদানিকৃত তরল জ্বালানি আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সার্ভিস চার্জ পর্যালোচনা করে যৌক্তিকভাবে পুনঃনির্ধারণের নিমিত্ত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দাখিল করবে;

(খ) কমিটি এ বিষয়ে প্রয়োজনে বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কোম্পানী/কোম্পানীর প্রতিনিধি অথবা তাদের এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট অন্য কোন দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে তাদের মতামত নিতে পারবে; ও

(গ) কমিটি আগামী ০২ (দুই) মাসের মধ্যে সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ বরাবরে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

মোহাং সেলিম উদ্দিন
উপ-সচিব (উন্নয়ন)।

সমন্বয়-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ/৩ ডিসেম্বর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ২৭.০০.০০০০.০৫২.২৮.০১২.৯৫(অংশ-২)-৫১৫—বিদ্যুৎ বিধিমালা, ১৯৩৭ এর রেগুলেশন এর বিধি ৪৮(১) এর আওতায় প্রণীত ১নং ও ৩নং প্রবিধানের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার (চেয়ারম্যান ও সচিব ব্যতিত) ০৩ (তিন) বছর মেয়াদকালের জন্য বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের বিদ্যুৎ লাইসেন্স বোর্ড (Electricity Licencing Board) পুনর্গঠন করেন। উক্ত বোর্ডের সদস্য জনাব মোঃ শাহজাহান মিঞাঁ, মহাপরিচালক, কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা অবসর গমন করায় তাঁর স্থলে একই অধিদপ্তরের জনাব মোহাঃ বাবর আলী, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)-কে ০৩ (তিন) বছরের অবশিষ্ট মেয়াদকাল অর্থাৎ আগামী ৩০-০৬-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বিদ্যুৎ লাইসেন্স বোর্ডের সদস্য হিসাবে নিয়োগ করা হলো।

২। এই প্রজ্ঞাপন জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রেহেনা আকতার
সিনিয়র সহকারী সচিব (সম-২)।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ, ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২২/২ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০৩৬.০৩৩.০০.০০.০৭৮.২০১০-৪২৫—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	২	৩	৪	৫
(১)	দৌলতপুর	৯৯	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(২)	ঝাকুনিপাড়া	২০২	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৩)	হিলালপুর	৩১৩	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৪)	গাজিপুর	৩১৪	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৫)	কমলপুর	৩২২	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৬)	হিম্মতপুর	৩৮৯	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৭)	ছালিয়াকান্দি	১৩১	মুরাদনগর	কুমিল্লা
(৮)	কৃষ্ণপুর	১৩৯	মুরাদনগর	কুমিল্লা
(৯)	লাজইর	১৫৩	মুরাদনগর	কুমিল্লা
(১০)	চান্দিনা	১১৭	চান্দিনা	কুমিল্লা
(১১)	মারিয়াগাঁও	৬৬	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
(১২)	আতাকোরা	৮৩	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
(১৩)	পাটোয়ার	৮৭	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
(১৪)	মঘুয়া	১৪৭	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
(১৫)	দক্ষিণ কাকৈরতলা	১৫০	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
(১৬)	নারায়নকোট	১৬৩	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
(১৭)	কান্দাল	১৬৮	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
(১৮)	ঢালুয়া	১৮০	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
(১৯)	মোগরা	১৮১	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
(২০)	নারায়ন ভাতুয়া	২০১	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
(২১)	কোকালী	২০৩	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
(২২)	তেইশ কাহনিয়া	১২	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(২৩)	বাটোয়ারা	২৪	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(২৪)	বিরামকান্দি	৭১	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(২৫)	নুরপুর	৯১	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(২৬)	কামারকান্দি	১৯৩	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(২৭)	বালিয়ার দ্রোণ	২২৪	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(২৮)	পালপাড়া	২৩৮	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(২৯)	হরিপুর	০৭	দেবিদ্বার	কুমিল্লা
(৩০)	মরিচাকান্দি	৪০	দেবিদ্বার	কুমিল্লা
(৩১)	ভোষনা	৪৭	দেবিদ্বার	কুমিল্লা
(৩২)	রাজামেহার	৭২	দেবিদ্বার	কুমিল্লা

১	২	৩	৪	৫
(৩৩)	মরিচা	৭৬	দেবিদ্বার	কুমিল্লা
(৩৪)	কাচীসাইর	৮২	দেবিদ্বার	কুমিল্লা
(৩৫)	শুরপুর	১২৮	দেবিদ্বার	কুমিল্লা
(৩৬)	কাবিলপুর	১২৯	দেবিদ্বার	কুমিল্লা
(৩৭)	সানারনগর	১৩২	দেবিদ্বার	কুমিল্লা
(৩৮)	তুলাগাঁও	১৩৫	দেবিদ্বার	কুমিল্লা
(৩৯)	মঘপুস্করিনী	১০১	দেবিদ্বার	কুমিল্লা
(৪০)	আখাউড়া	৩৮	আখাউড়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৪১)	ডুবাজেল	০২	সরাইল	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৪২)	সাইউক	৭৮	নাছিরনগর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৪৩)	বঙ্গেরখোলা	৯৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৪৪)	ঘনশ্যামপুর	২৩৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৪৫)	ইকারতলি	২৩৬	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৪৬)	বায়ালবন্দ	২৪৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৪৭)	কাউতলী	৬৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৪৮)	সরিপপুর	৭৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৪৯)	ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	৩০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৫০)	বাদে হারিয়া	১১৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৫১)	মহব্বত পুর	২১৬	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৫২)	জয়শ্রী	৩৮	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর
(৫৩)	লড়াইরচর	১২৩	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর
(৫৪)	কাসারা	৯১	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর
(৫৫)	পশ্চিম লাডুয়া	১১৯	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর
(৫৬)	ভাটিরগাঁও	১৩৮	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর
(৫৭)	চর ফয়জদ্দিন	০১	মতলব	চাঁদপুর
(৫৮)	বিদ্যানন্দী	০৬	মতলব	চাঁদপুর
(৫৯)	কালীপুরা	১৩	মতলব	চাঁদপুর
(৬০)	আবুরকান্দী	৫৬	মতলব	চাঁদপুর
(৬১)	বাহাদুরপুর	৭১	মতলব	চাঁদপুর
(৬২)	নাপিতমারা	৭৯	মতলব	চাঁদপুর
(৬৩)	হাতীঘাটা	১৩২	মতলব	চাঁদপুর
(৬৪)	উত্তর উদ্ধমদি	১৬৮	মতলব	চাঁদপুর
(৬৫)	বাইছারা	২২	কচুয়া	চাঁদপুর
(৬৬)	পশ্চিম সিংগাড্ডা	৫৪	কচুয়া	চাঁদপুর
(৬৭)	দরি গোবিন্দপুর	১৪১	কচুয়া	চাঁদপুর
(৬৮)	চাঙ্গিনী	১৬০	কচুয়া	চাঁদপুর
(৬৯)	পিপুল করা	১৬৮	কচুয়া	চাঁদপুর

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপসচিব।

অধিগ্রহণ অধিশাখা-০১

ফরম ঘ

এল.এ কেস নম্বর-১২৭/৬৭-৬৮

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

তারিখ, ২৯ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০১৫.৪৪১—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর '৩' অনুযায়ী হুকুম দখল করা হয়েছে এবং উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে।

যেহেতু, উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, সেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইয়াছে।

তফসিল

জেলা-ঠাকুরগাঁও, উপজেলা-ঠাকুরগাঁও সদর

মৌজার নাম ও জে, এল, নম্বর	দাগ নম্বর	জমির পরিমাণ (একর)
মৌজা-কুমারপুর, জে,এল নম্বর-৪২	১৬৫৬	০.২৫
ঐ	১৬৫৮	০.১০
ঐ	৩৬০৫	০.১৪
ঐ	৩৭৭৪	০.০৪
ঐ	৩৭৭৫	০.১২
ঐ	৩৭৮১	০.১২
ঐ	৩৭৮৪	০.২২
ঐ	৩৭৮৫	০.১০
ঐ	৩৭৮৬	০.০৪
	মোট=	**১.১৩ একর**

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

ফরম ঘ

এল.এ কেস নম্বর-১৭৭/৬৭-৬৮

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

তারিখ, ২৯ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০১৫.৪৪১—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর '৩' অনুযায়ী হুকুম দখল করা হয়েছে এবং উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে।

যেহেতু, উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, সেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইয়াছে।

তফসিল

জেলা-ঠাকুরগাঁও, উপজেলা-বালিয়াডাঙ্গী

মৌজার নাম ও জে, এল, নম্বর	দাগ নম্বর	জমির পরিমাণ (একর)
মৌজা-মহেশমারী, জে,এল নম্বর-৪০	৩৯৪৯	০.৩০
ঐ	৩৯৫০	০.৪০
মৌজা-বোয়ালদার, জে,এল নম্বর-৭১	২৮৯৫	০.৩০
ঐ	২৮৮৯	০.০১
ঐ	২৯০৪	০.০৩
ঐ	২৯০৯	০.১৯
ঐ	২৯১৬	০.০৫
	মোট=	**১.২৮ একর**

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

ফরম ঘ

এল.এ কেস নম্বর-২৯/৪/৬৫-৬৬

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

তারিখ, ২৯ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০১৫.৪৪১—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর '৩' অনুযায়ী হুকুম দখল করা হয়েছে এবং উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে।

যেহেতু, উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, সেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইয়াছে।

তফসিল

জেলা-ঠাকুরগাঁও, উপজেলা-ঠাকুরগাঁও সদর

মৌজার নাম ও জে, এল, নম্বর	দাগ নম্বর	জমির পরিমাণ (একর)
মৌজা-মহেশালি, জে,এল নম্বর-১৬৯	১১০৩	০.৩৩
	মোট=	**০.৩৩ একর**

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

ফরম ঘ

এল.এ কেস নম্বর-১৮৮/৪/৬৭-৬৮

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

তারিখ, ২৯ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০১৫.৪৪১—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর '৩' অনুযায়ী হুকুম দখল করা হয়েছে এবং উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে।

যেহেতু, উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, সেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইয়াছে।

তফসিল

জেলা-ঠাকুরগাঁও, উপজেলা-ঠাকুরগাঁও সদর

মৌজার নাম ও জে, এল, নম্বর	দাগ নম্বর	জমির পরিমাণ (একর)
মৌজা-রহিমানপুর, জে,এল নম্বর-১২৬	২৯৭২	০.০৯
ঐ	২৯৭৮	০.০৪
ঐ	২৯৮০	০.০২
ঐ	২৯৩০	০.১৩
ঐ	২৯৩১	০.০৩
ঐ	২৯৩২	০.১১
ঐ	২৯৩৭	০.১৩
ঐ	২৯২৬	০.০৫
ঐ	২৯৭১	০.১০
ঐ	২৯৬৭	০.০৪
ঐ	৩০৩৫	০.১২
ঐ	২৯২২	০.০৩
ঐ	২৯৬৮	০.০৫
ঐ	২৯৭০	০.০৯
ঐ	**মোট=**	**১.০৩ একর**

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

ঘ ফরম

এল.এ কেস নম্বর-১৭৯/৪/৬৭-৬৮

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

তারিখ, ২৯ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০১৫.৪৪১—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর '৩' অনুযায়ী হুকুম দখল করা হয়েছে এবং উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে।

যেহেতু, উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, সেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইয়াছে।

তফসিল

জেলা-ঠাকুরগাঁও, উপজেলা-রাণীশংকৈল

মৌজার নাম ও জে, এল, নম্বর	দাগ নম্বর	জমির পরিমাণ (একর)
১	২	৩
মৌজা-আরাজী চন্দন হাট, জে,এল নম্বর-১৬	২৭৮	০.০৬
ঐ	১৯৩	০.০৬
ঐ	১৯৬	০.০৫
ঐ	১৯৫	০.০৪
ঐ	২০১	০.০৫
ঐ	২০০	০.০৫
ঐ	২০২	০.০১
ঐ	২৭৭	০.১১
ঐ	২৬৬	০.০১
ঐ	১৯৪	০.০৪
ঐ	১৯৭	০.০১
ঐ	২০৩	০.০৩
ঐ	২০৫	০.০১
ঐ	১৯৯	০.০২
ঐ	১৯৮	০.০১
ঐ	২০৪	০.০১
মৌজা-কাদিহাট, জে,এল, নম্বর-৩	৮৩৪৬	০.০১
ঐ	৮৩৪১	০.০২
ঐ	৮৩৪২	০.০৫
ঐ	৮৪১৮	০.০১
ঐ	৮৪০৯	০.০১
ঐ	৮৩৩৫	০.০২

১	২	৩
মৌজা-কাদিহাট, জে,এল, নম্বর-৩	৮৩৩০	০.১২
ঐ	৮৩৩৭	০.০১
ঐ	৮৪২৪	০.০৬
ঐ	৮৪১৫	০.০১
ঐ	৮৩৪৩	০.০১
ঐ	৮৪২৩	০.০৩
ঐ	৮৩৩৬	০.০৬
ঐ	৮৩৪৫	০.০১
ঐ	৮৪২৬	০.০৩
ঐ	৮৪০৮	০.০৬
ঐ	৮৪৭১	০.১১
ঐ	৮৩৩৩	০.০১
ঐ	৮৪২৫	০.০১
ঐ	৮৩৩৪	০.০৭
ঐ	৮৩৪০	০.০১
ঐ	৮৩৩১	০.০৭
ঐ	৮৪১৬	০.০৫
ঐ	৮৪১৭	০.০১
ঐ	৮৩৪৪	০.০৫
ঐ	৮৪১০	০.০১
	মোট=	**১.৪৯ একর**

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

ফরম ঘ

এল.এ কেস নম্বর-১০১/৪/৬৬-৬৭

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

তারিখ, ২৯ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০১৫.৪৪১—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর '৩' অনুযায়ী হুকুম দখল করা হয়েছে এবং উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে।

যেহেতু, উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, সেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইয়াছে।

তফসিল

জেলা-ঠাকুরগাঁও, উপজেলা-রাণীশংকৈল

মৌজার নাম ও জে, এল, নম্বর	দাগ নম্বর	জমির পরিমাণ (একর)
মৌজা-বিসনুপুর, জে,এল নম্বর-৬৩	৫	০.৫০
	মোট=	**০.৫০ একর**

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

ফরম ঘ

এল.এ কেস নম্বর-১৮৫/৪/৬৭-৬৮

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

তারিখ, ২৯ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০১৫.৪৪১—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর '৩' অনুযায়ী হুকুম দখল করা হয়েছে এবং উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে।

যেহেতু, উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, সেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইয়াছে।

তফসিল

জেলা-ঠাকুরগাঁও, উপজেলা-ঠাকুরগাঁও সদর

মৌজার নাম ও জে, এল, নম্বর	দাগ নম্বর	জমির পরিমাণ (একর)
মৌজা-বগুলাডাঙ্গী, জে,এল নম্বর-৬৮	২১৮৮	০.০১
ঐ	২১৮৯	০.২২
ঐ	৫৫৯	০.০৫
ঐ	৫৫৮ ৯৮৮	০.১৩
ঐ	২১৯০	০.১৫
ঐ	৫৫৮	০.০৯
ঐ	৫৪৯	০.০৫
ঐ	৫৬৪	০.৩৭
ঐ	৫৬৫	০.০২
ঐ	৯৪২	০.৩২
ঐ	৯৫৪	০.১৮
ঐ	৫৫৬	০.০৩
ঐ	৫৫৭	০.১২
	মোট=	**১.৭৪ একর**

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নম্বর-৩৯জি/১৯৭৬

ফরম-ঘ

ঘোষণা

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

তারিখ, ৩০ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৯.১৪.৪৫০—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর '৩' ধারা অনুযায়ী ২৫-০৯-১৯৭৭ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে, এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন,

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজাঃ পারতিতপরল, জে, এল নং-৯২,
উপজেলাঃ সারিয়াকান্দি, জেলা-বগুড়া।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
১৯১৩	০.৩৪
১৯১৪	০.০৮
১৯১৫	০.০১
১৯১৬	০.১২
১৯১৭	০.২২
১৯৩২	০.১১
১৯৩৩	০.০৩
১৯৩৪	০.১৭
১৯৩৫	০.০৬
২০৯৬	০.০৪
২০৯৭	০.০৯
২০৯৮	০.১৮
২১০০	০.০৩
২১০৩	০.১১
২১০৪	০.১৩
২১১০	০.১০
২১১১	০.০৮
২১১২	০.১৫
২১১৩	০.৩০
২১১৫	০.১২
২১১৬	০.০৪
২১১৭	০.০১
সর্বমোট=	**২.৫২ একর**

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নং-২৫ জি/১৯৭৬

ফরম-ঘ

ঘোষণা

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

তারিখ, ৩০ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৯.১৪.৪৫০—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর '৩' ধারা অনুযায়ী ২৫-০৯-১৯৭৭ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে, এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন,

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজাঃ সাবগ্রাম, জে, এল নং-১০৫,
উপজেলাঃ বগুড়া সদর, জেলা-বগুড়া।

দাগ নং (সিএস)	জমির পরিমাণ (একর)
৩৫২	০.৫৪
৩৫৩	০.২৩
৩৫৪	০.৪১
৩৫৫	০.০৪
৩৫৬	০.২৮
মোট=	**১.৫০ একর**

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নং-১৭ জি/১৯৭৬

ফরম-ঘ

ঘোষণা

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

তারিখ, ৩০ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৯.১৪.৪৫০—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর '৩' ধারা অনুযায়ী ১৫-১১-১৯৭৭ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে, এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন,

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজাঃ সোনারায় মুচিখালী, জে, এল নং-৩১,
উপজেলাঃ গাবতলী, জেলা-বগুড়া।

এম আর আর খতিয়ান নং	দাগ নং (সিএস)	জমির পরিমাণ (একর)
১৭১	২৩৯৬	০.১২
৮৬	২৪১২	০.১৯
৫৯	২৪১৩	০.১১
৫৯	২৪১৪	০.৪১
৫৯	২৪১৫	০.০৭
	মোট=	**০.৯০ একর**

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নং-৮ জি/১৯৭৭

ফরম-ঘ

ঘোষণা

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

তারিখ, ৩০ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৯.১৪.৪৫০—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর '৩' ধারা অনুযায়ী ১২-০৪-১৯৭৭ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে, এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন,

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজাঃ হোসনাবাদ, জে, এল নং-১৪৪,
উপজেলাঃ শেরপুর, জেলা-বগুড়া।

খং নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
১	২	৩
৯	২৩০	০.০৬
১০৯	২৩৩	০.২৬
৩৮	২৩৪	০.২৪
১২২	২৩৫	০.৪১
৬৭	২৩৬	০.০৬
১৬	২৩৭	০.০৭
১০১, ১০৪, ১১৭	২৫৭	০.১৩
১০১, ১০৪	২৫৮	০.১২
৯	২৫৯	০.৩৭
১২০	২৬০	০.০২
১১২	২৬১	০.০১
৭২	২৬২	০.৩৫
২৬	২৬৪	০.১৬
১৩	২৬৫	০.২৭
১২২	২৬৬	০.২০
১২২	২৬৭	০.০৮
১৩	২৬৮	০.০৯
৪০	২৬৯	০.১৪
৭৬	২৭০	০.০৭
৮৮	২৭২	০.০৯
১৩০	২৭৩	০.০৬
১১২	২২৬	০.২১
১০৭	২২৭	০.১৪
৯	২২৮	০.০২
১০৯	২২৯	০.০৯
১১৩	৪৪০	০.২১
৯	৪৪১	০.১৫
১০১, ১০৪	৪৪৪	০.১২
১১৭	৪৪৫	০.০২
-	২৩১	০.৩২
	মোট=	**৪.৫৪ একর**

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নং-২ আর আর/১৯৬৪

ফরম-ঘ

ঘোষণা

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

তারিখ, ৩০ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৯.১৪.৪৫০—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর '৩' ধারা অনুযায়ী ০৪-১২-১৯৬৪ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে, এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার

(৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন,

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজাঃ কোয়েল, জে, এল নং-১১৪,
উপজেলাঃ দুপচাঁচিয়া, জেলা-বগুড়া।

দাগ নং (সিএস)	জমির পরিমাণ (একর)
২০২৭	০.১১
২০০০	০.২৫
২০২৭ ৩০২৪	০.০১
মোট=	**০.৩৭ একর**

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নং-২১ মিস/১৯৬১

ফরম-ঘ

ঘোষণা

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

তারিখ, ৩০ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৯.১৪.৪৫০—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর '৩' ধারা অনুযায়ী ০৯-০৭-১৯৬১ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে, এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন,

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজাঃ সূত্রাপুর, জে, এল নং-৮২,
উপজেলাঃ বগুড়া সদর, জেলা-বগুড়া।

দাগ নং (সিএস)	জমির পরিমাণ (একর)
১০৮৬	০.১২৭৫
১০৯০	০.৩৭০০
১০৯১	০.১৪২৫
মোট=	**০.৬৪ একর**

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নং-০৪/আর আর/১৯৬৪

ফরম-ঘ

ঘোষণা

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধরা অনুযায়ী নোটিশ

তারিখ, ৩০ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৯.১৪.৪৫০—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর '৩' ধারা অনুযায়ী ০৪-১২-১৯৬৪ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে, এবং

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়া-এর ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যাইতে পারে;

যেহেতু, উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজাঃ গোকুল, জে, এল নং-২৭,
উপজেলাঃ বগুড়া সদর, জেলা-বগুড়া।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
১৭৬	০.৩৬

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল.এ কেস নং-১৮ আরডি/১৯৬৫

ফরম-ঘ

ঘোষণা

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধরা অনুযায়ী নোটিশ

তারিখ, ৩০ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৯.১৪.৪৫০—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর '৩' ধারা অনুযায়ী ১৬-০৩-১৯৬৬ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে, এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন,

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত

উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজাঃ খরনা, জে, এল নং-১৯২,
উপজেলাঃ শাজাহানপুর, জেলা-বগুড়া।

দাগ নং (সিএস)	জমির পরিমাণ (একর)
১	২
২৫	০.১২
২৬	০.০৭
৩৮	০.০৩
৩৯	০.৪০
৪৯	০.০৪
৫০	০.০৬
৫১	০.১২
৫২	০.৩৮
৫৩	০.৪২
৫৪	০.০৩
৫৫	০.২৫
৫৬	০.১৬
৫৮	০.১৫
৬০	০.০৫
৬১	০.৩৬
৬২	১.১৮
৬৮	০.৩৬
৬৯	০.৩২
৭২	০.০২
৭৩	০.৪১
৭৪	০.০৮
৭৫	০.৩২
৭৬	০.১৫
১৪৬	০.২১
১৪৭	০.১৭
১৪৮	০.০৬
১৪৯	০.১৮
১৫০	০.৪০
১৫১	০.০১
১৫৮	০.১২
১৫৯	০.৩৫
১৬০	০.০৬
১৬৩	০.২৩
১৬৪	০.০১
১৬৫	০.০৯
১৬৬	০.০৪
১৬৭	০.১৯
১৬৮	০.০৮
২১৪	০.২৩
২১৫	০.২২
২১৬	০.০৭
২১৭	০.২৩
২১৮	০.১৪
২১৯	০.০৯
৩৪৬	০.০৩
৩৪৭	০.০৯
৩৪৮	০.৫১
৩৪৯	০.২৪
৩৫০	০.১৮
৩৫৯	০.০২
৩৬০	০.১৬
৩৬৫	০.৩৪
৩৬৬	০.২২
৩৬৭	০.২৮
৩৬৮	০.২৬
৩৬৯	০.৩৬
৩৭০	০.৪০
৩৭১	০.০৪
৩৭৩	০.০২
৩৭৪	১.১২
৩৮৯	০.১৭
১০৩৮	১.২৬
১০৩৯	০.০৩
১০৪৩	০.০৫
১০৪৪	০.২১
১০৪৫	০.১৯
৫০০৭	০.২৮
৫০০৮	০.২০
৫০০৯	০.২০
৫০১০	০.২৪
৫০১১	০.০২
৫০১৫	০.২০
৫০১৮	০.০৬
৫০১৯	০.১৬
৫০২০	১.০২
৫০২২	০.০৪
৫০২৩	০.২৩
৫০২৪	০.১০
৫০২৫	০.১২
৫০২৬	০.২৬
৫০২৭	০.০১
৫০২৯	০.০২
৫০৩০	০.৩২
৫০৩১	০.৫০
৫০৩২	০.২২
মোট=	**১৯.০৪ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল এ কেস নং ০২/১৯৭৮-৭৯
ফরম (ঘ)
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ৩০ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৬১.১৪-৪৫১—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৪-১২-১৯৭৮ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে।

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার(৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা সিংহগাতী, জে, এল নং ২৩৬, উপজেলা উল্লাপাড়া, জেলা সিরাজগঞ্জ।

দাগ নং (সি, এস)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৮১৫ আং	০.৩৯
৮১৬ ,,	০.১৪
৮১৮ পূর্ণ	০.৩২
৮১৯ ,,	০.৭৬
৮২০ আং	০.২৫
৮২১ পূর্ণ	০.১৭
৮২২ আং	০.৪৫
৮২৩ পূর্ণ	০.১৬
৮২৪ আং	০.২৪
৮২৬ ,,	০.৩৩
৮২৭ ,,	০.২২
৮৩১ ,,	০.৩৭
৮৩২ ,,	০.১৪
১০৮৮ ,,	০.৪৮
১০৯৬ পূর্ণ	০.৩৪
১০৯৭ ,,	০.৩৩
১০৯৮ ,,	০.৩৮
	মোট ৫.৪৭ একর

তফসিল

মৌজা নেওয়ারগাছা, জে, এল নং ২৪০, উপজেলা উল্লাপাড়া, জেলা সিরাজগঞ্জ।

দাগ নং (সি, এস)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
১	২
১ আং	০.৫২
২ ,,	০.১০
৩ পূর্ণ	০.১৬
৬ আং	০.২৬
৭ পূর্ণ	০.৪০
৮ ,,	০.২৩
৯ ,,	০.২০
১০ ,,	০.২৯
১১ আং	০.০৯
১২ ,,	০.০৮
১৩ পূর্ণ	০.৩০
২১ আং	০.৩৪
২২ ,,	০.২৪
২৩ ,,	০.১৬
২৫ ,,	০.১০
২৬ ,,	০.০৭
২৭ ,,	০.০২
৮১ পূর্ণ	০.১৪
২৪৬ আং	০.০৮
	মোট ৩.৭৮ একর

১। সিংহগাতী	৫.৪৭ একর
২। নেওয়ারগাছা	৩.৭৮ একর

সর্বমোট ৯.২৫ একর

ভূমি নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ এর এল এ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল এ কেস নং ৩১/১৯৭৮-৭৯
ফরম (ঘ)
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ৩০ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৬১.১৪-৪৫১—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৪-০৭-১৯৭৯ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে।

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার(৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা রায়পুর, জে, এল নং ১৯০, উপজেলা সিরাজগঞ্জ, সদর জেলা সিরাজগঞ্জ।

দাগ নং এস এ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
৬০৯ আং	০.১৩০০
৬১৩ পূর্ণ	০.০৮০০
৬১৪ আং	০.০৪০০
৬১৫ ,,	০.২৮০০
৬১৬ ,,	০.৬৮০০
৬২১ ,,	০.৩৩০০
৬২২ ,,	০.১৪০০
৬২৩ ,,	০.১৫০০
	মোট ১.৮৩ একর

ভূমি নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ এর এল এ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল এ কেস নং ০৮/১৯৮০-৮১
ফরম (ঘ)
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ: ৩০ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৬১.১৪-৪৫১—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১২-১২-১৯৮০ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে।

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার(৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল ।

তফসিল

মৌজা চান্দাইকোনা, জে, এল নং ৫৯, উপজেলা রায়গঞ্জ, জেলা সিরাজগঞ্জ।

দাগ নং (সি, এস)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
১৩৯৩ পূর্ণ	০.০৮
১৩৯৪ ,,	০.২০
১৩৯৫ আং	০.২৭
১৩৯৭ ,,	০.০৬
১৪০০ ,,	০.২৫
১৪০১ পূর্ণ	০.২১
১৪০৩ আং	০.০৩
	মোট ১.১০ একর

ভূমি নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ এর এল এ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল এ কেস নং ১৬ ইরি/১৯৬২
ফরম "ঘ"
ঘোষণা
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ: ৩০ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৫.১৫-৪৫২—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সানের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩' ধারা অনুযায়ী ২৫-০৪-১৯৬২ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে।

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার(৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজার নাম আলাদিপুর, জে, এল নং ৬৩, উপজেলা শিবগঞ্জ, জেলা বগুড়া।

দাগ নং (সি, এস)	জমির পরিমাণ (একর)
১১৬৮	০.৫০
১১৬৯	০.৩৯
	মোট ০.৮৯ একর

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল এ কেস নং ০৭ ইরি/১৯৬৭
ফরম "ঘ"
ঘোষণা
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ: ৩০ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৫.১৪-৪৫২—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা অনুযায়ী ০৫-০৫-১৯৬৭ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে, এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার(৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল ।

তফসিল

মৌজার নাম পূর্ব সুজাতপুর, জে, এল নং ৭৮, উপজেলা সারিয়াকান্দি, জেলা বগুড়া।

দাগ নং (সি, এস)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
৮৮	০.৫৮
৮৯	০.১১
৯১	০.০৫

মোট ০.৭৪ একর

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল এ কেস নং ১৭ মিস/১৯৬১
ফরম "ঘ"
ঘোষণা
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখঃ ৩০ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৫.১৫-৪৫২—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩' ধারা অনুযায়ী ০৩-০১-১৯৬২ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে, এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার(৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল ।

তফসিল

মৌজার নাম পিরব, জে, এল নং ১১০, উপজেলা শিবগঞ্জ, জেলা বগুড়া।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
১	২
১২৫৮	০.০৩
১২৫৯	০.০৩
১২৬২	০.০১
১২৬৩	০.০৭
১২৬৬	০.০৩
১২৬৮	০.০২
১২৭২	০.০২
১২৭৩	০.০১
১২৭৪	০.০১
১২৭৫	০.০১
১২৯৪	০.০৩
১২৯৫	০.০৩
১২৯৯	০.০১
১৩০০	০.০১
১৩০১	০.০২
১৩০২	০.০২
১৩০৩	০.০২
১৩২৬	০.০৬
১৩২৭	০.০২
১৩২৮	০.০৪
১৩২৯	০.০২
১৩৩০	০.০৩
১৩৩৬	০.০১
১৬৭৮	০.০২
১৬৭৯	০.০২
১৭০৩	০.০৩
১৭০৫	০.০৩
১৭০৬	০.০২
১৭০৭	০.০৫
১৭১২	০.০২
১৭২৫	০.০৫
১৭৩০	০.০৩
১৭৩১	০.০২
১৭৩২	০.০২
১৭৩৩	০.০৫
১৭৩৫	০.০২
১৭৩৬	০.০৫
১৭৫৬	০.০২
	মোট ১.০১ একর

মৌজার নাম সোনাকান্দি, জে, এল নং ১০৮, উপজেলা শিবগঞ্জ, জেলা বগুড়া।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
২৫৫	০.০৩
২৫৬	০.০২
২৫৭	০.০২
২৬১	০.০৪
২৬২	০.০৩
২৬৫	০.০২
	মোট ০.১৬ একর

সর্বমোট=১.১৭ একর

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল এ কেস নং ঃ ১ জি/১৯৭৮
ফরম "ঘ"
ঘোষণা
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ]

তারিখঃ ৩০ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৫.১৫-৪৫২—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩' ধারা অনুযায়ী ১৫-০২-১৯৭৮ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে, এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার(৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল ।

তফসিল

মৌজার নাম বাটিয়া, জে, এল নং ১৬৫, উপজেলা সারিয়াকান্দি, জেলা বগুড়া।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
৫৪	০.০৫০০
৫৫	০.১৫০০
৫৭	০.০৮০০
৫৯	০.৬৯০০
৬১	০.৩৩৫০
৫৫ ৭৭৬	০.০৪০০
	সর্বমোট ১.৩৪৫০ একর

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল এ কেস নং ঃ ৮ ইরি/১৯৬৫
ফরম "ঘ"
ঘোষণা
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ]

তারিখঃ ৩০ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৫.১৫-৪৫২—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা অনুযায়ী ১৮-০৩-১৯৬৫ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে, এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার(৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল ।

তফসিল

মৌজার নাম পাকুলা, জে, এল নং ১০৭, উপজেলা সারিয়াকান্দি, জেলা বগুড়া।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
১	২
১৮৯৭	১.৩৪
১৮৯৮	০.৩৩
১৯০৫	০.০২
১৯০৬	০.৪২
১৯০৮	১.২৭
১৯০৯	০.০২
১৯১০	০.০১
১৯১১	১.০৪
১৯১২	০.৫১
১৯১৩	০.৩৩
১৯১৪	০.৩৪
১৯১৫	০.৫৮
১৯১৬	০.৫২
১৯১৭	০.২৮
১৯১৯	০.২০
১৯২০	০.২০
১৯২১	০.৪০
১৯২২	০.০৩
১৯২৩	০.২৪
১৯২৪	০.৮০
১৯৩৪	০.১৩
১৯৩৫	০.৬৩
১৯৩৬	০.৩০
১৯৩৭	০.৩৬
১৯৩৮	০.১২
১৯৬০	০.১৮
১৯৬১	০.২১
১৯৬২	০.৪২
১৯৬৩	০.৩৮
১৯৬৪	০.২৭
১৯৬৫	০.৩১
১৯৭৪	০.১৪
১৯৭৫	০.০৪
২০৭০	০.৮০

১	২
২০৮০	০.৯৪
২০৮২	০.০৯
১৯৯৪	০.০১
২২৬৩	০.০২
২২৬৪	০.০১
১৯৬৬	০.০১
	মোট ১৪.২৫ একর

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল এ কেস নং ঃ ৯/৪ আরডি/১৯৫৮-৫৯
ফরম "ঘ"
ঘোষণা
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখঃ ৩০ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৫.১৫-৪৫২—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা অনুযায়ী ০৮-০২-১৯৫৯ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে, এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার(৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল ।

তফসিল

মৌজার নাম ফুলবাড়ী, জে, এল নং ৮৬, উপজেলা বগুড়া সদর, জেলা বগুড়া।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
১	২
১০৩৫	০.০৫
১০৩৭	০.০৪
১০৫০	০.২১
১০৫২	০.০২
১০৪৪	০.২১
২০৫৫	০.২৪
১০৬১	০.৪২
১০৩৪	০.০৬
১০৪৩	০.১৮
১০৪৯	০.৪৮
২০৬৩	০.০৮

১	২
১০৩৯	০.২১
১০৪৫	০.১৩
২০৫২	০.১৯
১০৪০	০.০৮
১০৩৬	০.০২
২০৫৬	০.০৮
১০৩৮	০.০৯
১০৪১	০.১০
১০৫১	০.০৮
১০৪২	০.২৭
১০৪৬	০.১৬
১০৪৭	০.০৯
১০৪৮	০.২৩
২০৫৮	০.৫৪
২০৫০	০.৬৫
২০৬০	০.৩৮
২০৫১	০.১৮
২০৫৩	০.৪৩
২০৪৬	০.১১
২০৫৯	০.২০
২০৫৭	০.২৪
২০৬২	০.১২
২০৬৪	০.২৮
২০৬৫	০.৪৪
১০৩৩	০.২১
২০৪৭	০.০১
	মোট ৭.৫১ একর

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
ক্রীড়া-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ অগ্রহায়ণ, ১৪২২/১৫ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.১১.১৩১.২০১২(অংশ-১)-৫৬২—বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সভাপতি, জেনারেল ইকবাল করিম ভূইয়া (পিআরএল)-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ অলিম্পিক এসাসিয়েশনের সভাপতির পদ থেকে নির্দেশক্রমে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সিরাজুছ ছালেকীন
সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পুলিশ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ নভেম্বর ২০১৫

নং স্বঃমঃ(পু-১)/শৃখলা-১১/২০০৩/১০৯৯—পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকায় সংযুক্ত সাবেক পুলিশ সুপার জনাব গাজী জসীম উদ্দিন-কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ০৪-০৩-২০১৪ তারিখের স্বঃমঃ(পু-১)/শৃংখলা-১১/২০০৩/১৬০ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গুরুদণ্ড হিসেবে ০৫-০২-২০১৪ তারিখ হতে ০১ (এক) বছরের জন্য নিম্নপদে (পুলিশ সুপার-এর হতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার) পদাবনতি করা হয়। উক্ত পদাবনতির ০১ (এক) বছরের মেয়াদ ০৪-০২-২০১৫ তারিখে শেষ হওয়ার প্রেক্ষিতে গত ০৫-০২-২০১৫ তারিখ হতে উল্লিখিত কর্মকর্তাকে 'পুলিশ সুপার' পদে পুনর্বহাল করতঃ পরবর্তী পদায়নের জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে ন্যস্ত করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আ. শ.ম. ইমদাদুদ দাস্তগীর
যুগ্ম-সচিব।

আইন অধিশাখা-৩

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখঃ ১০ অগ্রহায়ণ ১৪২২/২৪ নভেম্বর ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১০-১৪-৭১৬—ঝিনাইদহ জেলার সদর থানার মামলা নম্বর-২৮, তারিখ ১৮-০৫-২০১১ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৯(২) ধারায় মামলার আসামীগণ ঝিনাইদহ থানাধীন চুয়াডাঙ্গা সড়কে মাস্টারপাড়া জামে মসজিদের সামনে নিষিদ্ধ জঙ্গী সংগঠন হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী এর সক্রিয় সদস্য হয়ে অবৈধভাবে অস্ত্র ও বোমা তৈরি এবং তা সন্ত্রাসীদের নিকট বিক্রয়সহ সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সহায়তার করার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১০-১৪-৭১৭—ঝিনাইদহ জেলার সদর থানার মামলা নম্বর-১৩, তারিখ ১৩-০২-২০১২ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৯(২) ধারায় মামলার আসামীগণ ঝিনাইদহ থানাধীন পবাহাটী বিশ্ব রোডের পাশে চৌরাস্তা মোড়ে নিষিদ্ধ জঙ্গী সংগঠনের জন্য সমর্থন চেয়ে জিহাদী বই, লিফলেট বিতরণসহ উক্ত কাজে সহায়তা করার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এফ এম তৌহিদুল আলম
সহকারী সচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখঃ ১১ অগ্রহায়ণ ১৪২২/২৫ নভেম্বর ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৯-১৪-৭১৮—চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর থানার মামলা নম্বর-০৯, তারিখ ১৫-০২-২০১৫ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৬(২) ধারায় মামলার আসামীগণ গোমস্তাপুর থানাধীন বোয়ালিয়া কাউন্সিল বাজারে বেআইনী জনতায় দলবদ্ধ হয়ে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রাস্তার উপর বেঞ্চ ফেলে র‍্যাবের গাড়ী গতিরোধ করতঃ ভাংচুরের চেষ্টাসহ সরকারি সম্পত্তির ক্ষতিসাধন ও এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করার মাধ্যমে সন্ত্রাসী কার্য সংগঠন করার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৯-১৪-৭১৯—ঢাকা জেলার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার মামলা নম্বর-২৭, তারিখ ২২-০২-২০১৫ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৬(২) এর উপ-দফা (উ) ধারায় মামলার আসামীগণ দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানাধীন কদমতলী চৌরাস্তা ব্রীজ রোডস্থ আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক এর দক্ষিণ পার্শ্বে সিএনজি গ্যারেজে জনসাধারণের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করার লক্ষ্যে নিজ দখলে বিস্ফোরক দ্রব্য, দাহ্য পদার্থ বা অন্য কোন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা সন্ত্রাসী কার্য সংঘঠন করার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৯-১৪-৭২০—নরসিংদী জেলার নরসিংদী মডেল থানার মামলা নম্বর-৩৩, তারিখ ১১-০৩-২০১৫ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৬(২) এর উপ-দফা (উ)/৭/১০/১১/১২/১৩ ধারায় মামলার আসামীগণ নরসিংদী মডেল থানাধীন ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের চৈতাব জেনিথ টেক্সটাইলের সামনে জনসাধারণের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করে ট্রাক চালক ও হেলপারকে তার কার্য হতে বিরত রাখতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে পেট্রোল জাতীয় বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে গুরুতর জখম, অর্থায়ন, পরিকল্পনা, নির্দেশ, সহায়তা ও প্ররোচনা করে সন্ত্রাসী কার্য সংঘঠন করার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আলাউদ্দিন পাটোয়ারী
সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
শৃংখলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২২/২৯ নভেম্বর ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৩৪.২০১৫-৮১০—যেহেতু, ডাঃ সঞ্জীব কুমার মন্ডল (১১২৪৮৪), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সদর, রাজবাড়ী গত ১০-০১-২০১০ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, গত ০৯-০১-২০১৫ তারিখ সরকারি চাকুরীতে তাঁর অনুপস্থিতিকাল ধারাবাহিকভাবে ০৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হয়েছে;

যেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১)-এর ৩৪ বিধি মোতাবেক তাঁর চাকুরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবসান ঘটেছে এবং এই অবসান ডাঃ সঞ্জীব কুমার মন্ডল (১১২৪৮৪), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সদর, রাজবাড়ী এর কর্মস্থলে অনুপস্থিতির মেয়াদ ০৫(পাঁচ) বছর পূর্ণ হওয়ার পরদিন অর্থাৎ ১০-০১-২০১৫ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

জনস্বার্থে এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হল।

সৈয়দ মন্‌জুরুল ইসলাম
সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ: ১৯ নভেম্বর ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১২৭.২০১৫-৭৮৪—যেহেতু, ডাঃ উম্মে হানি (১৩০৬২০), ইনডোর মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মিরেরশ্বরাই, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ১১-১০-২০১৫ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১২৭.২০১৫-৬৮০ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২৮-১০-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ উম্মে হানি (১৩০৬২০), ইনডোর মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মিরেরশ্বরাই, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে তাঁকে ভবিষ্যতে সতর্কতার সাথে সরকারি নিয়ম কানুন যথাযথ অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। তাঁর ০৭-০৮-২০১৪ তারিখ হতে ৩১-১২-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সময়কে বিনাবেতনে অসধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল।

তারিখ: ২৯ নভেম্বর ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১২১.২০১৫-৮১১—যেহেতু, ডাঃ অসিত কুমার দাস (৪২০৩১), জুনিয়র কনসালটেন্ট (এ্যানেসথেসিয়া), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, আজমিরিগঞ্জ, হবিগঞ্জ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে ৩০-০৯-২০১৫ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১২১.২০১৫-৬৪১ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২৪-১১-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ অসিত কুমার দাস (৪২০৩১), জুনিয়র কনসালটেন্ট (এ্যানেসথেসিয়া), হিসেবে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, আজমিরিগঞ্জ, হবিগঞ্জ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে তাঁকে ভবিষ্যতে সতর্কতার সাথে সরকারি নিয়ম কানুন যথাযথ অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। তাঁর ১৬-০৬-২০১৫ তারিখ হতে ০৩-০৮-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত সময়কে বিনাবেতনে অসধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল।

বিমান কুমার সাহা এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব।

শৃংখলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ নভেম্বর ২০১৫

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০০৩.২০১৪-২৮৩—যেহেতু, ডাঃ জাহানারা বেগম (১০৮৯৫১), প্রভাষক, প্যাথলজি বিভাগ, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ, ফরিদপুর গত ১১-০১-২০০৯ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, গত ১০-০১-২০১৪ তারিখ সরকারি চাকুরীতে তাঁর অনুপস্থিতিকাল ধারাবাহিকভাবে ০৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হয়েছে;

সেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১)-এর ৩৪ বিধি মোতাবেক তাঁর চাকুরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবসান ঘটেছে এবং এই অবসান ডাঃ জাহানারা বেগম (১০৮৯৫১), প্রভাষক, প্যাথলজি বিভাগ, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ, ফরিদপুর এর কর্মস্থলে অনুপস্থিতির মেয়াদ ০৫(পাঁচ) বছর পূর্ণ হওয়ার পরদিন অর্থাৎ ১১-০১-২০১৪ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

জনস্বার্থে এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হল।

সৈয়দ মন্‌জুরুল ইসলাম
সচিব।

জনস্বাস্থ্য-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ নভেম্বর ২০১৫

নং জনস্বাস্থ্য-১/ইউ/আ-১১/৯৩(অংশ-১)-৩৬১—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ১১-০৮-২০০৯ তারিখের জনস্বাস্থ্য-১/ইউ আ-১১/৯৩(অংশ)/২৮৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত কমিটি বাতিলপূর্বক "দি বাংলাদেশ ইউনানী এন্ড আয়ুর্বেদিক প্রাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩" এর সেকশন-৪ এবং ইউনানী এন্ড আয়ুর্বেদিক সিস্টেমস অব মেডিসিন বোর্ড বিধিমালা ১৯৯৬ এর বিধি-৩ মোতাবেক নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয় বাংলাদেশ বোর্ড অব ইউনানী এন্ড আয়ুর্বেদিক সিস্টেমস অব মেডিসিন গঠন করা হলো :

ক্রমিক নং	নিয়োগপ্রাপ্ত/মনোনীত/নির্বাচিত কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ঠিকানা	বোর্ডের পদবী	অধ্যাদেশ এর সেকশন
(১)	মোঃ মুজিবুল হক, এম, পি, মাননীয় মন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয়।	চেয়ারম্যান	৪(১)(এ)
(২)	হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুণ, জেলা: লক্ষ্মীপুর	সদস্য (চট্টগ্রাম বিভাগ)	৪(১)(সি)
(৩)	হাকীম মোঃ ফেরদৌস ওয়াহিদ, জেলা: নাটোর	সদস্য (রাজশাহী বিভাগ)	৪(১)(সি)
(৪)	হাকীম মোঃ মিজানুর রহমান, জেলা: মাগুরা	সদস্য (খুলনা বিভাগ)	৪(১)(সি)
(৫)	হাকীম আতাউর রহমান, জেলা: ভোলা	সদস্য (বরিশাল বিভাগ)	৪(১)(সি)
(৬)	হাকীম মোঃ মনোয়ার হোসেন, জেলা: সিলেট	সদস্য (সিলেট বিভাগ)	৪(১)(সি)
(৭)	হাকীম মোঃ মোকছেদুল আলম, জেলা: রংপুর	সদস্য (রংপুর বিভাগ)	৪(১)(সি)
(৮)	কবিরাজ মোস্তফা নওশাদ জাকী, জেলা: ময়মনসিংহ	সদস্য (ঢাকা বিভাগ)	৪(১)(ডি)
(৯)	কবিরাজ এস. এম. আবুল কালাম, জেলা: চট্টগ্রাম	সদস্য (চট্টগ্রাম বিভাগ)	৪(১)(ডি)
(১০)	কবিরাজ মতিলাল চন্দ, জেলা: সিরাজগঞ্জ	সদস্য (রাজশাহী বিভাগ)	৪(১)(ডি)
(১১)	কবিরাজ মেহেদী আখতার, জেলা: মাগুরা	সদস্য (খুলনা বিভাগ)	৪(১)(ডি)
(১২)	কবিরাজ মোঃ ফজলুর রহমান, জেলা: বরিশাল	সদস্য (বরিশাল বিভাগ)	৪(১)(ডি)
(১৩)	কবিরাজ দিলীপ কুমার দাস, জেলা: সিলেট	সদস্য (সিলেট বিভাগ)	৪(১)(ডি)
(১৪)	কবিরাজ মোঃ ওয়ালী উল্লাহ প্রামাণিক, জেলা: রংপুর	সদস্য (রংপর বিভাগ)	৪(১)(ডি)
(১৫)	হাকীম আ. খ. মাহবুবুর রহমান, জেলা: যশোর	সদস্য (চিকিৎসক প্রতিনিধি)	৪(১)(বি)
(১৬)	কবিরাজ এ. এফ. এম ফখরুল ইসলাম মুন্সি, জেলা: কুমিল্লা	সদস্য (চিকিৎসক প্রতিনিধি)	৪(১)(বি)
(১৭)	হাকীম এম. এম. শাহাদাত হোসাইন পাটওয়ারী, জেলা: চাঁদপুর	সদস্য (শিক্ষক প্রতিনিধি)	৪(১)(ই)
(১৮)	কবিরাজ শ্রী কৃষ্ণ কান্ত রায়, জেলা: ময়মনসিংহ	সদস্য (শিক্ষক প্রতিনিধি)	৪(১)(ই)

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

গৌতম কুমার
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২২/০৩ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৩১.০০১.১২-২২৫৫—যেহেতু, আপনি সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম, মেয়র, দিনাজপুর পৌরসভা, দিনাজপুর; এবং

যেহেতু, আপনি দিনাজপুর পৌরসভার দায়িত্ব পালনকালে সরকারি নিয়মনীতি উপেক্ষাপূর্বক কাজের প্রয়োজন যাচাই না করেই এককভাবে শ্রমিক নিয়োগ প্রদান করে মাসের সবদিন কর্মকাল দেখিয়ে পৌর তহবিল হতে বিধি-বহির্ভূতভাবে প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছেন; এবং

যেহেতু, আপনি পৌরসভা কর আরোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৩ এর বিধি ২০ ও ২১ এর বিধান ভঙ্গ করে স্থায়ী কমিটিকে পাশ কাটিয়ে বে-আইনীভাবে সিদ্ধান্ত প্রদান করে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে পৌরকর মওকুফ করেছেন, ফলে পৌরসভা কাঙ্খিত রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে; এবং

যেহেতু, ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১১,৯৭,৩৯৩.০০ (এগার লক্ষ সাতানব্বই হাজার তিনশত তিরানব্বই) টাকা, ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ১৭,৪৪,৭০০.০০ (সতের লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার সাতশত) টাকা, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ২৩,০০,০৮০.০০ (তেইশ লক্ষ আশি) টাকা আর্থিক অনুদান ও সাহায্যের নামে পৌর তহবিলের জনগণের ট্যাক্সের টাকা কয়েকজন মিলে উত্তোলন করেছেন; এবং

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে আনীত বর্ণিত অভিযোগসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

যেহেতু, আপনার দ্বারা পৌরসভার মেয়র এর ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার জন্য তথা জনস্বার্থের পরিপন্থি এবং প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমীচীন নয় মর্মে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে।

সেহেতু, সরকার আপনাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৩১(১) ধারার বিধান অনুযায়ী দিনাজপুর জেলাধীন দিনাজপুর পৌরসভার মেয়র সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম'কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ'আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুর রউফ মিয়া
উপসচিব।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

আদেশাবলী

তারিখ, ১৮ ফাল্গুন ১৪২২/০১ মার্চ ২০১৬

নং ০৩.০৭৯.০২৭.০৪.০০.০৯.২০১৪-১১৩—যেহেতু, এনএস আই-এর বহিঃ উইং-এ কর্মরত জনাব ইমতিয়াজ শামিম দেওয়ান, অতিরিক্ত পরিচালক এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ'-এর অপরাধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং কেন তার বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না সে বিষয়ে লিখিত জবাব চাওয়া হয় এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানী দিতে ইচ্ছুক কিনা তাও লিখিতভাবে জানাতে বলা হয়;

যেহেতু, জনাব ইমতিয়াজ শামিম দেওয়ান ০৯-০৭-২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩১-০৮-২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব কর্তৃক শুনানী গ্রহণ করা হয় এবং উক্ত শুনানীকালে এনএসআই-এর প্রতিনিধি যুগ্ম-পরিচালক ল.ম. জুলফিকার আলী উপস্থিত ছিলেন;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত জবাব পর্যালোচনা করে অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের নিমিত্ত তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদনে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে;

যেহেতু, জনাব ইমতিয়াজ শামিম দেওয়ান-এর লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন, তার চাকুরীকাল এবং পূর্বের সার্ভিস রেকর্ড সার্বিকভাবে পর্যালোচনা ও বিবেচনা করে অসদাচরণের অপরাধে তাঁকে লঘুদন্ড প্রদান যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন প্রতীয়মান ;

সেহেতু, জনাব ইমতিয়াজ শামিম দেওয়ান, অতিরিক্ত পরিচালক, এনএসআই-এর বহিঃ উইং-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধি মোতাবেক 'তিরস্কার' দন্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ তার চাকুরী সংক্রান্ত ডোসিয়ারে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ০৩.০৭৯.০২৭.০৪.০০.০৭.২০১৪-১১৪—যেহেতু, এনএস আই-এর বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ে কর্মরত জনাব মোঃ মিজানুর রহমান চৌধুরী, উপ-পরিচালক এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ'-এর অপরাধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং কেন তার বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না সে বিষয়ে লিখিত জবাব চাওয়া হয় এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানী দিতে ইচ্ছুক কিনা তাও লিখিতভাবে জানাতে বলা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান চৌধুরী ৯-০৭-২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৪-০৮-২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব কর্তৃক শুনানী গ্রহণ করা হয় এবং উক্ত শুনানীকালে এনএসআই-এর প্রতিনিধি যুগ্ম-পরিচালক ল.ম. জুলফিকার আলী উপস্থিত ছিলেন;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত জবাব পর্যালোচনা করে অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের নিমিত্ত তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদনে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে;

যেহেতু, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান চৌধুরী-এর লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন, তার চাকুরীকাল এবং পূর্বের সার্ভিস রেকর্ড সার্বিকভাবে পর্যালোচনা ও বিবেচনা করে অসদাচরণের অপরাধে তাঁকে লঘুদন্ড প্রদান যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন প্রতীয়মান ;

সেহেতু, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান চৌধুরী, উপ-পরিচালক, এনএসআই-এর বরিশাল কার্যালয়-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধি মোতাবেক 'তিরস্কার' দন্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ তার চাকুরী সংক্রান্ত ডোসিয়ারে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ০৩.০৭৯.০২৭.০৪.০০.০৮.২০১৪-১১৫—যেহেতু, এনএস আই-এর ঝিনাইদহ জেলা কার্যালয়ে কর্মরত জনাব মুন্সী মোহাম্মদ নাজিমউল্লা, উপ-পরিচালক এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ'-এর অপরাধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং কেন তার বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না সে বিষয়ে লিখিত জবাব চাওয়া হয় এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানী দিতে ইচ্ছুক কিনা তাও লিখিতভাবে জানাতে বলা হয়;

যেহেতু, জনাব মুন্সী মোহাম্মদ নাজিমউল্লা ০৮-০৭-২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৫-০৮-২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব কর্তৃক শুনানী গ্রহণ করা হয় এবং উক্ত শুনানীকালে এনএসআই-এর প্রতিনিধি যুগ্ম-পরিচালক ল.ম. জুলফিকার আলী উপস্থিত ছিলেন;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত জবাব পর্যালোচনা করে অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের নিমিত্ত তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদনে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে;

যেহেতু, জনাব মুন্সী মোহাম্মদ নাজিমউল্লা-এর লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন, তার চাকুরীকাল এবং পূর্বের সার্ভিস রেকর্ড সার্বিকভাবে পর্যালোচনা ও বিবেচনা করে অসদাচরণের অপরাধে তাঁকে লঘুদন্ড প্রদান যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন প্রতীয়মান ;

সেহেতু, জনাব মুন্সী মোহাম্মদ নাজিমউল্লা, উপ-পরিচালক, এনএসআই-এর ঝিনাইদহ জেলা কার্যালয়-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধি মোতাবেক 'তিরস্কার' দন্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ তার চাকুরী সংক্রান্ত ডোসিয়ারে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ০৩.০৭৯.০২৭.০৪.০০.০৬.২০১৪-১১৬—যেহেতু, এনএস আই-এর কক্সবাজার জেলা কার্যালয়ে কর্মরত জনাব মোঃ আবু সাঈদ যুগ্ম-পরিচালক এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ'-এর অপরাধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং কেন তার বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না সে বিষয়ে লিখিত জবাব চাওয়া হয় এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানী দিতে ইচ্ছুক কিনা তাও লিখিতভাবে জানাতে বলা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ আবু সাঈদ ০৭-০৭-২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩০-০৮-২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব কর্তৃক শুনানী গ্রহণ করা হয় এবং উক্ত শুনানীকালে এনএসআই-এর প্রতিনিধি যুগ্ম-পরিচালক ল.ম. জুলফিকার আলী উপস্থিত ছিলেন;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত জবাব পর্যালোচনা করে অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের নিমিত্ত তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদনে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে;

যেহেতু, জনাব মোঃ আবু সাঈদ-এর লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন, তার চাকুরীকাল এবং পূর্বের সার্ভিস রেকর্ড সার্বিকভাবে পর্যালোচনা ও বিবেচনা করে অসদাচরণের অপরাধে তাঁকে লঘুদন্ড প্রদান যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন প্রতীয়মান ;

সেহেতু, জনাব মোঃ আবু সাঈদ, যুগ্ম-পরিচালক, জেলা এনএসআই, কক্সবাজার-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধি মোতাবেক 'তিরস্কার' দন্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ তার চাকুরী সংক্রান্ত ডোসিয়ারে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সুরাইয়া বেগম, এনডিসি
সচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ ফাল্গুন ১৪২২/২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

নং ১৫.০০.০০০০.০২৭.২৩.০১৯.১৫.১৩৭—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে গৌরবোজ্জ্বল ও অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ চলচ্চিত্রের নিম্নবর্ণিত ২৬টি ক্ষেত্রের পার্শ্বে বর্ণিত বিশিষ্ট শিল্পী ও কলা কুশলীকে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৪' প্রদানের ঘোষণা করছে :

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৪

ক্রমিক নং	পুরস্কারের ক্ষেত্রের নাম	ব্যক্তির নাম	চলচ্চিত্রের নাম
(১)	আজীবন সম্মাননা	(১) সৈয়দ হাসান ইমাম (২) রানী সরকার	.....
(২)	শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র	মুরাদ পারভেজ(প্রযোজক)	বৃহন্নলা
(৩)	শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র	মো: আশরাফুল আলম ওরফে আশরাফ শিশির (প্রযোজক)	গাড়িওয়ালা
(৪)	শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক	জাহিদুর রহিম অঞ্জন	মেঘমল্লার
(৫)	শ্রেষ্ঠ অভিনেতা প্রধান চরিত্রে	ফেরদৌস আহমেদ	এক কাপ চা
(৬)	শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী প্রধান চরিত্রে (যৌথভাবে)	১. মৌসুমী	তাঁরকাটা
		২. বিদ্যা সিনহা মিম	জোনাকির আলো
(৭)	শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পার্শ্ব চরিত্রে	ডাঃ এজাজ ইসলাম	তাঁরকাটা
(৮)	শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পার্শ্ব চরিত্রে	চিত্র লেখা গুহ	৭১ এর মা জননী
(৯)	শ্রেষ্ঠ অভিনেতা/অভিনেত্রী খল চরিত্রে	তারেক আনাম	দেশা দ্যা লিডার
(১০)	শ্রেষ্ঠ অভিনেতা/অভিনেত্রী কৌতুক চরিত্রে	মিশা সওদাগর	অল্প অল্প প্রেমের গল্প
(১১)	শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী	আবির হোসেন অংকন	বৈষম্য
(১২)	শিশু শিল্পী শাখায় বিশেষ পুরস্কার	মারজান হোসাইন জারা	মেঘমল্লার
(১৩)	শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক	ড. সাইম রানা	নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ
(১৪)	শ্রেষ্ঠ গায়ক	মাহফুজ আনাম জেমস	দেশা দ্যা লিডার (পতাকাটা খামচাতে কখনো আসে যদি.....)

ক্রমিক নং	পুরস্কারের ক্ষেত্রের নাম	ব্যক্তির নাম	চলচ্চিত্রের নাম
(১৫)	শ্রেষ্ঠ গায়িকা (যৌথভাবে)	১. রুনা লায়লা	প্রিয়া তুমি সুখী হও (ও কালা অসময়ে বাজাও বাঁশি.....)
		২. মমতাজ	নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ (নিশিপক্ষী ও নিশিপক্ষীরে তোর.....)
(১৬)	শ্রেষ্ঠ গীতিকার	মাসুদ পথিক	নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ (নিশিপক্ষী ও নিশিপক্ষীরে তোর.....)
(১৭)	শ্রেষ্ঠ সুরকার	বেলাল খান	নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ (নিশিপক্ষী ও নিশিপক্ষীরে তোর.....)
(১৮)	শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার	মুরাদ পারভেজ	বৃহন্নলা
(১৯)	শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার	সৈকত নাসির	দেশা দ্যা লিডার
(২০)	শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা	মুরাদ পারভেজ	বৃহন্নলা
(২১)	শ্রেষ্ঠ সম্পাদক	তৌহিদ হোসেন চৌধুরী	দেশা দ্যা লিডার
(২২)	শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক	মারুফ সামুরাই	তাঁরকাটা
(২৩)	শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক	মোহাম্মদ হোসেন জেমী	বৈষম্য
(২৪)	শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক	রতন পাল	মেঘমল্লার
(২৫)	শ্রেষ্ঠ পোষাক ও সাজ-সজ্জা	কনক চাঁপা চাকমা	জোনাকির আলো
(২৬)	শ্রেষ্ঠ মেক-আপম্যান	আবদুর রহমান	নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মরতুজা আহমদ
সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ, ২৯ নভেম্বর ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-৪৫/৮১-৬৪৭—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব হাফেজ মাওলানা মোঃ অহিদুজ্জামান, পিতা মোঃ সামসুল হক দাড়িয়া, মাতা মৃত রোকেয়া খাতুন, গ্রাম ও ডাকঘর কাজুলিয়া, উপজেলা গোপালগঞ্জ সদর, জেলা গোপালগঞ্জ) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ১৬ কাজুলিয়া ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হইবে।

তারিখ, ২৮ জানুয়ারি ২০১৬

নং বিচার-৭/২এন-২৫/২০০২-৩৩—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, পিতা-মৃত আহাম্মাদ আলী মোল্লা, মাতা-মোসাঃ জয়গুন খাতুন, গ্রাম-কাজেম মাতুব্বর ডাঙ্গী, ডাকঘর-গেন্দু মোল্ল্যার হাট, উপজেলা-ফরিদপুর, জেলা ফরিদপুর) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলার ৫নং ডিক্রীরচর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হইবে।

ওয়াসিম শেখ
সিনিয়র সহকারী সচিব।